ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

এসএফডিএফ মামলা পরিচালনা হ্যান্ডবুক-২০২২

পল্লী ভবন (৭ম তলা)
৫, কাওরান বাজার
ঢাকা-১২১৫।

সূচিপত্র

ক্রঃ নং-	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
০১	চেক ডিজঅনার মামলা	০১-০৭
০২	সার্টিফিকেট মামলা	০৯-১৬
০৩	ফৌজদারি মামলা	১৭-১৮

চেক ডিজঅনার মামলা

চেক ডিজঅনার বলিতে কি বুঝায়?

যদি কোন ব্যক্তি অন্য বা কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করেন ঐ ঋণের টাকা আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিশোধের জন্য ঋণ গ্রহণকারীর যে ব্যাংকে একাউন্ট আছে ঐ ব্যাংকের একাউন্টে চেকের মাধ্যমে পাওনাদার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে চেক প্রদান করিলে ঐ চেক পাওনাদার নিদিষ্ট তারিখে টাকা উত্তোলনের জন্য ব্যাংকে চেক জমা প্রদান করিলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ চেক প্রদানকারী ঋণ গ্রহীতার একাউন্টে সমপরিমান টাকা নাই মর্মে লিখিত মেমো (স্লিপ) সহ চেকটি ব্যাংকে জমাদানকারী পাওনাদারের নিকট ফেরত দিলে ঐ চেকটি ডিজঅনার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। চেক প্রদানকারী ব্যাংকে জমাদানকারী ব্যাংক একাউন্টে সমপরিমান টাকা নাই বলিয়া ব্যাংক কর্তৃপক্ষ মেমো (স্লিপ) দিয়া চেক জমাদানকারী পাওনাদার কে ফেরত দিলে এনআই অ্যাক্ট এর ১৩৮ ধারার অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। সে কারণে ব্যাংকে চেক জমাদানকারী পাওনাদার চেক প্রদানকারীর বিরুদ্ধে এনআই অ্যাক্ট এর ১৩৮ ধারার মামলা দায়ের করিতে পারিবেন। মনে রাখতে হবে অপরিশোধিত চেকের টাকা আদায়ের জন্য যে মামলা আদালত দায়ের করা হয় তাকে চেক ডিজঅনার মামলা বলে।

উদাহরণ: করিম নামে এক ব্যক্তির প্রয়োজনে রহিম নামে একজন ব্যক্তি করিমকে টাকা ধার দিয়েছেন। টাকা পরিশোধের জন্য করিম রহিমকে সমপরিমান টাকার চেক প্রদান করলেন। রহিম চেকের টাকা তুলে আনতে ব্যাংকে গেলেন। তারপর ব্যাংকে গিয়ে ব্যাংকের কাউন্টারে চেক দিলেন। ব্যাংক অফিসার রহিমকে বলল, একাউন্টে টাকা নেই। তখন রহিম ব্যাংক অফিসারকে বললেন, তাহলে লিখিত দেন। ব্যাংক অফিসার, রহিমকে একটি লিখিত মেমো দিলো। যাতে লেখা আছে, টাকার পরিমাণ কম। চেকসহ মেমো নিয়ে স্মরণ ফিরে আসলেন। এই চেকসহ মেমো নিয়ে ফেরত আসার ঘটনাকে চেক ডিজঅনার বলে।

অনেকেই শিকার হন প্রতারণার। ব্যাংক হিসাবে পর্যাপ্ত টাকা না রেখেই চেক দিয়ে হয় এসব প্রতারণা। ফলে চেক নগদায়ন না হয়ে ডিজঅনার হয়ে থাকে।

হস্তান্তরযোগ্য দলিল (এনআই অ্যাক্ট) আইন ১৮৮১ (সংশোধিত ২০০৬) এর ১৩৮ ধারা অনুযায়ী চেক ডিজঅনার একটি অপরাধ।

চেক ডিজঅনার আইনে যা বলা হয়েছেঃ হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন বা নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্টের ১৩৮ ধারায় বলা হয়েছে, 'যে ক্ষেত্রে একজন লোক অপর কোনো ব্যক্তিকে ঋণ বা অন্য কোনোভাবে দায় সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিশোধের জন্য যে ব্যাংকে একাউন্ট আছে সে ব্যাংকের ওপর একটি চেক ইস্যু করলো, কিন্তু তার হিসাবে অবশিষ্ট যে টাকা রয়েছে তা দিয়ে ইস্যুকৃত চেক সমন্বয় করার মতো পর্যাপ্ত টাকা না থাকার দরুণ কিংবা একাউন্ট হতে টাকা পরিশোধের জন্য ব্যাংকের সাথে যে পরিমাণ টাকার বোঝাপড়া হয়েছে, তা অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে ব্যাংক কর্তৃক উক্ত ইস্যুকৃত চেকটি অপরিশোধিত হয়ে ফেরত আসলে, ওই ব্যক্তি তা দ্বারা অপরাধ সংঘটিত করেছে মর্মে পরিগণিত হবে।

চেকের মামলা কোন ধরনের মামলাঃ

চেক ডিজঅনার মামলা একটি ফৌজদারী অপরাধ মামলা।

চেক ডিজঅনার অপরাধ কখন সংঘটিত হয়ঃ

হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের ১৩৮ ধারা মোতাবেক যদি কোন চেক ব্যাংক কর্তৃক তহবিল না থাকার কারণে প্রত্যাখ্যাত হয় এবং আইনগত নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে চেকের অর্থ পরিশোধ না করা হয় তখনই অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, বলে ধরা হয়।

অর্থাৎ, শুধু চেক ডিজঅনার করে মামলা করা যাবে না। আইনি নোটিশ প্রেরণ করতে হবে।

কোন আইনে চেক ডিজঅনার মামলা করতে হয়:

হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন (Negotiable Instrument Act) ১৮৮১ এর ১৩৮,১৪০ ও ১৪১ ধারায় চেক ডিজঅনার মামলা করা যাবে।

কি কি কারেণে চেক ডিজঅনার মামলা করা যাবে-

- অপর্যাপ্ত তহবিল থাকলে
- চেক মেয়াদাত্তীর্ণ হলে চেক গ্রহণ করা যাবেনা
- চেক ঘষামাজা করলে
- চেক প্রদানকারীর স্বাক্ষরের মিল না থাকলে
- চেক প্রদানকারীর একাউন্ট/হিসাব বন্ধ থাকলে
- যথাযথভাবে চেক পূরণ করা না হলে
- চেকে কাটাকাটি থাকলে পূর্ণ স্বাক্ষর দিয়ে তা সত্যকরণ করা না হলে
- টাকার পরিমান অংকে ও কথায় মিল না থাকা ইত্যাদি

চেক ডিজঅনার মামলা করার পদ্ধতি-

- স্বাক্ষরিত চেকটি প্রদানকারী কর্তৃক ইস্যুর তারিখ থেকে ০৬(ছয়) মাসের মধ্যে নগদায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা/উপস্থাপন করতে হবে।
- সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক চেকটি ডিজঅনার হওয়ার ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে একাউন্টধারীকে চেক ডিজঅনার হওয়ার বিষয়টি জানিয়ে চেকে উল্লেখিত অংকের/পরিমান টাকা প্রদানের দাবি জানিয়ে প্রাপ্তি স্বীকার পত্রসহ রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে আইনজীবির মাধ্যমে লিগ্যাল নোটিশ বা আইনগত নোটিশ প্রদান করতে হবে।
- লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ না করে সরাসরি মামলা করা যাবে না।
- চেক প্রাদানকারী নোটিশ প্রাপ্তির পর চেকে উল্লেখিত অংকের/পরিমান টাকা ৩০ দিনের মধ্যে প্রদানে ব্যর্থ হলে পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে সিআর মামলা হিসেবে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা করতে হবে।

আরো সহজ করে বলতে গেলে, চেক গ্রহীতা বা ধারক চেক ডিজঅনারের বিষয়টি জানার পর ১৩৮ ধারার বিধান মোতাবেক ৩০ দিন সময় দিয়ে টাকা পরিশোধের জন্য চেক দাতাকে আইনজীবির মাধ্যমে লিগ্যাল নোটিশ বা আইনগত নোটিশ দিবেন। ৩০ দিনের মধ্যে চেকদাতা চেকগ্রহীতাকে চেকে উল্লেখিত টাকা পরিশোধ করতে না পারলে তার পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে চেকগ্রহীতা এখতিয়ারসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা দায়ের করতে পারবেন।

মামলা দায়েরের সময় বাদীর জাতীয় পরিচয়পত্র, চেক ডিজঅনারের স্লিপ ডাকযোগে আইনগত নোটিশ প্রেরণ করা হলে Aknowledgement receipt লিগ্যাল নোটিশের একটি করে ফটোকপি ফিরিস্তি করে জমা দিতে হবে এবং মামলা দায়েরের সময় মূল কপি আদালতে প্রদর্শন করতে হবে। তাছাড়াও মামলার আরজির সাথে প্রসেস ফি দাখিল করতে হবে।

<u>চেক ডিজঅনার করার শর্তসমূহ-</u>

চেক ডিজঅনার করার শর্তগুলো নিচে আলোচনা করা হলো। যথা:

- নিদ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চেক নগদায়নের জন্য ব্যাংকে জমা দিতে হবে অথাৎ চেক ইস্যু করার তারিখ হতে ৬ মাসের মধ্যে।
- ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় চেক ডিজঅনারে সময় থেকে ৩০ দিন এর মধ্যে চেক দাতাকে টাকা পরিশোধের জন্য লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করতে হবে।
- চেক দাতা নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের ভিতরে চেকে উল্লিখিত টাকা চেক গ্রহিতাকে পরিশোধ না করলে তখন চেক গ্রহিতা মামলা করতে পারবে।

<u>চেক ডিজঅনার মামলার করার জন্য যে সকল কাগজ পত্র আদালতে দাখিল করতে হবেঃ</u>

১। মামলার আরজী/দরখাস্তের অনুলিপি।
২। লিগ্যাল নোটিশ এর সত্যায়িত ফটোকপি ।
৩। লিগ্যাল নোটিশ প্রেরনের ডাক রশিদ এবং ফেরত এ.ডি এর ফটোকপি।
৪। মূল চেকের সত্যায়িত ফটোকপি।
৫। ডিজঅনার স্লিপ এর সত্যায়িত ফটোকপি।
৬। অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র যেমন-১০ (দশ) টাকার কোর্ট ফি Process এর জন্য

চেক ডিজঅনারের (Cheque dishonour) মামলা করার কারণঃ

- ব্যাংকের হিসাবে অপর্যাপ্ত তহবিল বা অর্থ থাকলে। তার মানে চেকে যে পরিমান অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে তা অপেক্ষা কম অর্থ হিসাবে থাকা।
- যে ব্যক্তি চেক প্রদান করেছে যদি তার স্বাক্ষর না মেলে।
- যদি চেকে উল্লেখিত অর্থের অংক ও কথার গরমিল পাওয়া যায়।
- চেক মেয়াদাত্তীর্ণ হলে।
- যথাযথভাবে চেক পূরণ করা না হলে।
- চেকে ঘষামাজা করলে।
- চেকে কাটাকাটি থাকলে পূর্ণ স্বাক্ষর দিয়ে তা সত্যকরণ করা না হলে।

চেক ডিজঅনারের মামলা করার সময়সীমাঃ

চেকগ্রহীতা ব্যাংক থেকে চেকটি অপরিশোধিত হয়ে ফেরত এসেছে, তা জানার ৩০ দিনের মধ্যে চেকদাতাকে আইনজীবির মাধ্যমে লিগ্যাল নোটিশ দিতে হবে। নোটিশ পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে চেকদাতা চেকগ্রহীতাকে টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে চেকদাতা টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হবার ৩০ দিনের মধ্যে চেকগ্রহীতা মামলা দায়ের করতে পারবে।

চেক ডিজঅনার মামলার লিগ্যাল নোটিশ দেওয়ার পদ্ধতিঃ

ব্যাংক একাউন্টে পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় চেক ডিজঅনার হলে ৩০ দিন এর চেক দাতাকে টাকা পরিশোধের জন্য লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করতে হবে।

- নোটিশ গ্রহীতার হাতে সরাসরি নোটিশ প্রদান করে।
- ডাকযোগে চেক প্রদানকারীর ঠিকানায় এবং সর্বশেষ বসবাসের ঠিকানায় প্রাপ্তি স্বীকারপত্রসহ নোটিশ প্রদান করে। কোন কারণে প্রাপ্তি স্বীকার পত্র চেকের প্রাপক বা ধারকের নিকট ফেরত না আসলেও চেক প্রদানকারীর উপর সঠিকভাবে নোটিশ জারী করা হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

চেক কতবার ডিজঅনার করা যায়ঃ

চেকে লিখিত তারিখ হতে ০৬ মাসের মধ্যে বার বার চেক ডিজঅনার করা যায়। তবে, চেক ডিজঅনার ০১ (এক) বার করাই যথেষ্ট।

হিসাবে টাকা আছে, স্বাক্ষর মেলে নাই, তাহলে কি হবেঃ

হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন ১৮৮১ এর ১৩৮ ধারায় কেবল পযাপ্ত তহবিল না থাকার কারণে মামলার কথা বলা হয়েছে। দন্ডবিধির ৪২০ ধারায় প্রতারণার মামলা করা যায়। তবে, দুইটি পৃথক পৃথক অপরাধ। প্রত্যেক অপরাধ স্বতন্ত্র। চেকের গ্রহীতা দুই আইনের যে কোন একটি ধারায় আইনের আশ্রয় গ্রহন করিতে পারে।

দন্ডবিধির ৪০৬/৪২০ ধারা অনুযায়ী থানায় মামলা দেওয় যায়। তবে এক্ষেত্রে আসামীর শাস্তি হবে কিন্তু চেকের অর্থ বা টাকা আদায় করা যাবে না।

চেক ডিজঅনার মামলা করার সময় যেসব বিষয়ে প্রমাণক লাগবে:

মামলা দায়েরের সময় যে সব বিষয়ে আদালতে জমা প্রদান করা হয় তা হলো: চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এবং মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা দায়ের করতে হবে। মামলা দায়ের করার সময় আদালতে মূল চেক, ডিজঅনারের রশিদ, লিগ্যাল নোটিশ, পোস্টাল রশিদ, প্রাপ্তি স্বীকার রশিদ আদালতে প্রদর্শন করতে হবে। এসবের ফটোকপি ফিরিস্তি আকারে মামলার আরজীর সঙ্গে আদালতে জমা করতে হবে। আদালত মোকাদ্দমাটি গ্রহন করলে বিবাদীর নামে সমন অথবা ওয়ারেন্ট জারি করতে পারেন। ম্যাজিস্ট্রেট আদালত মামলা গ্রহন করলেও মামলাটি মূল বিচার করা হয় দায়রা আদালতে।

চেক ডিজঅনার মামলায় বাদীকে যে সকল বিষয় প্রমান করতে হবেঃ

চেক ডিজঅনারের মামলায় বাদীকে অনেক বিষয় প্রমান করতে হয় এবং সে সকল বিষয় প্রমান করতে পারলে আসামীকে শাস্তি দেওয়া যাবে।

১। আসামী বাদীকে চেক প্রদান করেছে।
২। ঋণ বা দায়-দেনা পরিশোধের জন্য আসামী বাদীকে চেক প্রদান করেছে।
৩। ঋণ বা দায়-দেনা আসামী আইনুগভাবে পরিশোধ বাবদ।

৪। ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় চেক ডিজঅনার হয়েছে।
৫। চেক ডিজঅনারে সময় থেকে ৩০ দিন এর মধ্যে আসামীকে টাকা পরিশোধের জন্য লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হয়েছে।
৬। আসামী নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের ভিতরে চেকে উল্লেখিত টাকা বাদীকে পরিশোধ ব্যর্থ হয়েছে।
৭। আসামী ব্যাবসায়িক লেনদেনের কারনে বাদীকে চেক প্রদান করলে বাদীকে আসামীর সাথে তার ব্যাবসায়িক সম্পর্ক ছিল প্রমান করতে হবে।

চেক ডিজঅনার হলে শাস্তি বা জরিমানাঃ

সকল সাক্ষ্য প্রমান, জেরা,ফৌজদারি দন্ড বিধি ৩৪২ অনুসারে আসামী পরীক্ষা যুক্তিতর্কের পর আদালত রায় প্রদান করবেন। অপরাধ প্রমান হলে আইন অনুসারে শাস্তি হিসেবে এক বছর, ৬ মাস কিংবা ৪ মাস কিংবা ৩ মাস কিংবা ২ মাস কারাদন্ডসহ চেকে উল্লেখিত অর্থের তিনগুণ পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত করতে পারেন।

নোট: হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের ১৩৮(১) ধারায় চেক প্রত্যাখিত হবার শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এখানে বলা আছে চেক ডিজঅনারের শাস্তি হল ১ বছরের কারাদন্ড অথবা চেকে উল্লেখিত টাকার ৩ গুণ জরিমানা অথবা উভয়। এখন কথা হল, চেক ডিজঅনারের শাস্তি যদি চেকে উল্লেখিত টাকার ৩ গুণ জরিমানা হয়, তাহলে টাকাটা কে পাবে? এক্ষেত্রে চেক গ্রহীতাকে তার দাবীকৃত টাকাটা পরিশোধ করে বাকী টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে চলে যাবে।

হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন, ১৮৮১ এর ১৩৮(২) ধারার বলা হয়েছে, উপ-ধারা(১) মোতাবেক যেক্ষেত্রে অর্থ আদায় হয় সেক্ষেত্রে আদায়কৃত অর্থ হতে চেকে বর্ণিত টাকা যতদুর পর্যন্ত আদায়কৃত অর্থ হতে প্রদান করা সম্ভব চেকের ধারককে প্রদান করতে হবে।

সুতরাং চেকের ধারক বা গ্রহীতা চেকে বর্ণিত টাকার বেশী পরিমাণ অর্থ পাওয়ার অধিকারী নয়। কোন আদালত চেকে বর্ণিত টাকার তিনগুণ পর্যন্ত জরিমানা করলেও বাদীকে চেকে বর্ণিত টাকা প্রদানের নির্দেশ দিয়ে বাকী টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেয়ার নির্দেশ দিবেন।

আপীল-

- ১৩৮ ধারায় চেক ডিজঅনার মামলায় প্রদত্ত দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা যাবে।
- ১৩৮ ধারায় প্রদত্ত দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে কোথায় আপীল করা যাবে সে সম্পর্কে ১৩৮ থেকে ১৪১ ধারায় কিছু বলা হয়নি।
- এক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির আপীলের বিধান প্রযোজ্য হবে।
- ১৩৮ ধারায় প্রদত্ত দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা যাবে দায়রা জজের নিকট।

নোট: আপীল সম্পর্কে কিছু কথা বলে রাখা প্রয়োজন। হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনে আপীল সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। এক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধি (CrPC) এর আপীলের বিধান কার্যকর হবে। চেক ডিজঅনারের মামলাটি যখন যুগ্ম দায়রা জজ কর্তৃক বিচার হয়, তাহলে দায়রা জজের নিকট ৩০ দিনের মধ্যে আপীল করতে হবে। এক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধি (CrPC) এর ৪০৮ ধারার আপীলের বিধানটি প্রযোজ্য হবে। এখানে বলা হয়েছে, যুগ্ম দায়রা জজের দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে দায়রা জজের নিকট আপীল করা যাবে।

আপীল দায়েরের পূর্বশর্ত-

১৩৮ ধারায় চেক ডিজঅনার মামলায় প্রদত্ত দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করার আগে দন্ডাদেশের উল্লেখিত Principal Amount বা মূল টাকা বা অর্থের চেক ডিজঅনারের মামলায় চেকে উল্লেখিত অর্থের সর্বনিম্ন ৫০% জমা দিয়ে আপীল দায়ের করতে হবে। ডিজঅনারকৃত চেকের টাকার ৫০% টাকা যে আদালত শাস্তি দিয়েছে সে আদালতে জমা দিয়ে আপীল দায়ের করতে হবে। তার মানে ৫০% টাকা বিচারিক আদালতে জমা দিতে হবে, আপীল আদালতে নয়।

রিভিশন দায়েরঃ

চেক ডিসঅনারের মামলায় রিভিশন দায়ের করা যায়। শুধুমাত্র আইনগত প্রশ্নে রিভিশন দায়ের করা যায়। এখানেও ফৌজদারী কার্যবিধির রিভিশনের বিধান প্রযোজ্য হবে। এখানে বলা হয়েছে, আইনগত প্রশ্নে রিভিশন দায়ের করা যায়। এখন কথা হলো আইনগত প্রশ্ন বলতে আমরা কি বুঝি? যেমন-ব্যাংক থেকে চেকটি অপরিশোধিত হয়ে আসার পর ৩০ দিনের মধ্যে চেকদাতাকে নোটিশ না দেয়া। এটাও একটা আইনগত প্রশ্ন। আবার মামলা করার কারণ আছে কিনা এটাও একটা আইনগত প্রশ্ন। মামলাটি তামাদিতে বারিত কিনা, এটাও একটা আইনগত প্রশ্ন।

১৩৮ ধারার মামলা থেকে আইনগত বিষয় উদ্ভূত হলে ফৌজধারী কার্যবিধির ৪৩৯ ধারা মতে হাইকোর্ট বিভাগে অথবা একই আইনের ৪৩৯ক ধারা মতে দায়রা আদালতে রিভিশন দায়ের করা যায়। আগে একমাত্র হাইকোর্ট বিভাগ রিভিশন ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। ১৯৭৮ সালে Law Reforms Ordinance দ্বারা ফৌজদারী কার্যবিধিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে দায়রা জজকে রিভিশন ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

রিভিশন দায়েরের সময়সীমাঃ

তামাদি আইনে ফৌজদারী মামলায় রিভিশন দায়েরের সময়সীমা সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। এক্ষেত্রে উচ্চ আদালতের case law এর সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা হবে। উচ্চ আদালত অভিমত প্রকাশ করেন, "ফৌজদারী আপীল মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে প্রচলিত সময়সীমাই রিভিশন মামলা দায়েরের সময়সীমা বলে গণ্য হবে।"

১৯০৮ সালের তামাদি আইনের ১৫৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, বিচারিক আদালত রায় প্রদানের ৬০ দিনের মধ্যে ফৌজদারী আপীল দায়ের করতে হয়। রিভিশন দায়েরের ক্ষেত্রেও একই সময়সীমা প্রযোজ্য হবে। তার মানে বিচারিক আদালত কর্তৃক রায় প্রচারের ৬০ দিনের মধ্যে রিভিশন দায়ের করতে হবে।

রিভিউ (Review)

দেওয়ানী মোকদ্দমায় রিভিউ (Review) করার বিধান রয়েছে। দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৪ ধারা এবং ৪৭ আদেশে রিভিউ করার বিধান আছে। ক্রিমিনাল মামলায় রিভিউ করার কোন বিধান নেই। ফৌজদারী কার্যবিধিতে রিভিউ সংক্রান্ত কোন বিধান রাখা হয়নি। তাই ক্রিমিনাল মামলায় রিভিউ করার কোন সুযোগ নেই। তবে উচ্চ আদালতের বিভিন্ন মামলার সিদ্ধান্ত থেকে দেখা যায়, ১৩৮ ধারার চেক ডিজঅনারের মামলা কিছুটা ফৌজদারী এবং কিছুটা দেওয়ানী প্রকৃতির। তার আলোকে চেক ডিজঅনারের মামলায় রিভিউ করা যেতে পারে।

Nizam Uddin Mahmood v. Abdul Hamid Bhuiyan and another [২৪ BLD (২০০৪)(AD)২৩৯] মামলায় সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ চেক ডিজঅনার সংক্রান্ত মামলায় রিভিউ সংক্রান্ত বিধানের অনুমতি দিয়েছেন।

নোট: একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন, চেক ডিজঅনারের মামলা কখনো চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কিংবা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বিচার করতে পারবে না। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী কার্যবিধির ২০০ ধারা অনুযায়ী নালিশকারীকে পরীক্ষা করবেন। পরীক্ষা করার পর যদি ম্যাজিস্ট্রেট দেখেন নালিশের **প্রাইমা ফেসি (Prima facie)** ভিত্তি আছে তাহলে তিনি মামলা আমলে নিয়ে মামলাটি প্রস্তুত করে বিচারের জন্য দায়রা আদালতে পাঠিয়ে দিবেন। তারপর মামলাটি দায়রা আদালত কর্তৃক বিচার করা হবে। চেক ডিজঅনারের মামলা সবসময় সি.আর মামলা হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ এই সকল মামলা সরাসরি এখতিয়ার সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দায়ের করা হয়ে থাকে।

চেক ডিজঅনারের মামলার বিচার সম্পর্কিত উচ্চ আদালতের নতুন রায়ঃ

১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের ১৪১(গ) ধারা অনুযায়ী, চেক ডিজঅনার এর মামলার বিচার করতে পারে দায়রা আদালত। অর্থাৎ দায়রা জজ (Sessions Judge), অতিরিক্ত দায়রা জজ এবং যুগ্ম দায়রা জজ (Additional Sessions Judge & Joint Sessions Judge) উনারা সবাই এরূপ মামলার বিচার করতে পারেন এবং এতদিন পর্যন্ত করে আসছেন। তবে সম্প্রতি হাইকোর্ট বিভাগের রায়ে বলা হয়েছে- এখন থেকে চেক ডিজঅনার এর মামলার বিচার করতে পারবে শুধুমাত্র যুগ্ম দায়রা জজ [Joint Sessions Judge]।

উচ্চ আদালতের এ রায় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনাঃ

চেক ডিজঅনার মামলা শুধুমাত্র যুগ্ম দায়রা জজ আদালতে শুনানি হবে এবং যুগ্ম দায়রা জজ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে দায়রা জজ আদালতেই আপীল করতে হবে। আগে চেক ডিজঅনারের মামলা দায়রা জজ, অতিরিক্ত দায়রা জজ এবং যুগ্ম দায়রা জজ আদালত শুনানি করতো। এক্ষেত্রে দায়রা জজ ও অতিরিক্ত দায়রা জজ বিচার করলে বিচারপ্রার্থীকে চেকের মামলায় আপীল করতে আসতে হতো হাইকোর্টে বিভাগে। এই বিধানটি বৈষম্যমূলক যা বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৭ এবং ৩১ এর সাথে সাংঘর্ষিক। রায়ের নির্দেশনা মতে ১৩৮ ধারার চেকের মামলার বিচার কেবলমাত্র যুগ্ম দায়রা জজ আদালত করতে পারবে। দায়রা জজ অথবা অতিরিক্ত দায়রা জজ চেকের মামলার বিচার করতে পারবে না।

চেক ডিজঅনারের কারণে ১৩৮ ধারায় মামলা না করে দন্ডবিধির ৪০৬/৪২০ ধারায় মামলা করা যায় কিনা?

১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের ১৩৮ ধারার শুরুতে "Notwithstanding anything contained in" শব্দগুলোর অনুপস্থিতি প্রমাণ করে উক্ত ধারায় কোনো "Non-obstante claus" নেই। তাই ১৩৮ ধারার অপরাধের কারণে বাদী শুধুমাত্র হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের অধীনেই মামলা করতে পারবে-এই কথাটা ঠিক নয়। দন্ডবিধির ৪০৬/৪২০ ধারার অধীনে আসামীর বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রেও বাদীর কোন বাধা নেই।

নুরুল ইসলাম বনাম রাষ্ট্র এবং অন্যান্য [৪৯ DLR(HCD) ৪৬৪] মামলায় উপরোক্ত বিষয়ে আলোচনা করে হাইকোর্ট বিভাগ মতামত দেন যে, বাদীপক্ষ ১৮৬০ সালের দন্ডবিধির ৪২০ ধারায় আসামীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারবে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, চেক ডিজঅনার হলে বাদীপক্ষ আসামীর বিরুদ্ধে ১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের ১৩৮ ধারায় মামলা করতে পারবে অথবা চেক ডিজঅনার করার ফলে সুনির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হলে ১৮৬০ সালের দন্ডবিধির ৪০৬/৪২০ ধারাতেও মামলা করতে পারবে।

চেক হারিয়ে গেলে কি করবেনঃ

চেক হারিয়ে গেলে যত দ্রুত সম্ভব আপনার নিকটস্থ থানায় গিয়ে একটি সাধারন ডাইরী (জিডি) করবেন। অথবা আপনার চেক যে স্থানে হারিয়ে গিয়েছে তার নিকটস্থ থানায় গিয়ে একটি সাধারন ডাইরী (জিডি) করতে পারেন। জিডির সত্যায়িত কপি হিসাবধারী ব্যক্তিগতভাবে ব্যাংক এর সংশ্লিষ্ট শাখায় উপস্থিত হয়ে জিডির কপিটি জমা দেবেন। এক্ষত্রে আপনার হারিয়ে যাওয়া চেক দিয়ে কেউহ আপনার ব্যাংক একাউন্ট থেকে টাকা উত্তোলন করতে পারবে না। আর আপনি যদি চেক ডিজঅনারের মামলা দায়ের করার পর মূল চেক, ডিজঅনারের রশিদ, পোস্টাল রশিদ, প্রাপ্তি স্বীকার রশিদ হারিয়ে ফেলেন তাহলে যে স্থানে হারিয়ে গিয়েছে তার নিকটস্থ থানায় গিয়ে একটি সাধারন ডাইরী (জিডি) করতে হবে। আপনার মামলার সাক্ষ্য গ্রহনসহ অনেক ক্ষেত্রে জিডির সত্যায়িত কপি প্রয়োজন হবে।
আবার চেক ডিসঅনার হওয়ার পর ডিসঅনার স্লিপ সহ চেক হারিয়ে গেলে এ বিষয়ে থানায় জিডি করে ১৩৮ ধারায় মামলা করা হয় তাহলে মামলার বাদীকে/সাক্ষ্যকে সমর্থন করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তা সাক্ষ্য দিলে ধরে নেয়া হয় যে বাদী তার মামলায় উক্ত বিষয়ে প্রমানে সক্ষম হয়েছেন।

চেক ডিজঅনারের মামলায় বাদী/আসামী মৃত্যু হলেঃ

চেক ডিজঅনারের মামলায় বাদী/আসামী কোন এক পক্ষ মারা গেলে মামলাটি শেষ হয়ে যায় অনেকে মনে করেন। ১৩৮ ধারায় চেক ডিজঅনারের মামলায় এমনটি ঠিক নয়। Pecure law হইতে NI Act.১৮৮১ এর অধীনে মামলা উৎপত্তি ঘটে। চেক ডিজঅনারের মামলা অন্য সকল ফৌজদারী মামলা থেকে একটু আলাদা এবং এটি কিছুটা দেওয়ানী প্রকৃতির হওয়ায় বাদী অথবা আসামীর মৃত্যুর কারনে মামলা শেষ হয়ে যায় না। বাদীর মৃত্যুর পর তার বৈধ প্রতিনিধি মালার বাদী শ্রেণীভূক্ত বা পক্ষভুক্ত হয়ে মামলা পরিচালনা করতে পারবে। মামলা চলমান থাকা অবস্থায় আসামীর মৃত্যু হলে মামলার আরজী সংশোধন করে মামলা চালানো যায়। মামলা চলমান অথবা মামলা করার পূর্বে আসামীর মৃত্যু হলে বাদীর একমাত্র প্রতিকার হলো আসামীর বৈধ প্রতিনিধি বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে টাকা আদায়ের মামলা করে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করা।

চেক ডিজঅনার মামলা দায়ের করার আগে অথবা মামলা চলাকালে আসমীর মৃত্যু হলে করণীয়-

- চেক ডিজঅনার মামলা দায়ের করার আগেই চেক দাতার মৃত্যু হলে চেক গ্রহীতার আর কোনো প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ থাকে না।
- এবং চেক ডিজঅনার মামলা দায়ের করার পর অর্থাৎ মামলা চলাকালে চেক দাতার মৃত্যু হলে চেক গ্রহীতার/বাদীপক্ষ মামলা চালাতে পারে না।
- তবে মামলা দায়েরের আগে বা পরে যখনই আসামী মারা যাক না কেনো উভয় ক্ষেত্রেই বাদীর প্রতিকার হলো মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী বা আইনগত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়ের করে উক্ত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করা।

চেক ডিজঅনারের মামলায় আপিলঃ

আদালতের রায়ের পরে আপিল করার সুযোগ রয়েছে। ১৩৮ ধারায় চেক ডিজঅনার মামলায় প্রদও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা যাবে। দায়রা জজ অথবা অতিরিক্ত দায়রা জজের দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল দায়ের করতে হবে এবং যুগ্ম দায়রা জজের দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে দায়রা জজের নিকট আপীল করা যাবে।

<u>একাউন্ট বা হিসাব বন্ধ হলে কি চেক ডিজঅনার মামলা করা যাবেঃ</u>

তারিখ লিখিত চেক উপস্থাপন করার পর যদি তাহা একাউন্ট বন্ধ মন্তব্যসহ চেক ফেরত আসলেও হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের ১৩৮ ধারার অপরাধ বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ হিসাব বন্ধ করলে বা বন্ধ হয়ে গেলেও চেক ডিজঅনার হবে।

- পেঅর্ডার চেক হিসাবে গন্য হবে।

-নোটিশ দেওয়া ৩০ দিন সময় শেষ হওয়ার আগেও মামলা করা যেতে পারে। যদি গ্রহীতা নোটিশ গ্রহণ না করে ফেরত প্রদান করেন যে দিন ফেরত প্রদান করেন সেই দিন বা সেই তারিখের পরে যে কোন দিন মামলা দায়ের করা যায়। আইন মোতাবেক মামলা করাই উত্তম।

-হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনে একটি চেকের জন্য একটিই মোকদ্দমা দায়ের করা যায়।

অনেক সময় দেখা যায় আসামীরা সাজা খেটে বেরিয়ে যান টাকা পরিশোধ করেন না। তখন করণীয়-

- বিচারিক আদালত চেকের মামলায় জরিমানার টাকা আদায়ে জেলা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে দেওয়ানি আদালতে মামলা দায়ের করতে হয়।

- যদি কোন কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্টের (এনআই অ্যাক্ট) অধীনে মামলা করা না যায় তাহলে দন্ডবিধি ৪০৬ ও ৪২০ ধারা অনুসারে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা যায়। কিন্তু এসব মামলার ক্ষেত্রে টাকা ফেরত পাওয়ার সুযোগ নেই। দোষী সাব্যস্ত দন্ডবিধির ৪২০ ধারায় হলে ০৭(সাত) বছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও জরিমানা হতে পারে।

সার্টিফিকেট মামলা

সার্টিফিকেট মামলা:

সরকারী দাবী আাদায় আইন অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার কর্তৃক কোন জীবিত ব্যক্তির কাছ হতে অনাদায়ি সরকারী পাওনার বিবরণ সম্পর্কিত ঘোষণাপত্রকেই সার্টিফিকেট বলা হয়ে থাকে অর্থ্যাৎ সরকারী ও বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের দাবি আদায়ের জন্য সরকারী পাওনা আদায় আইন এর বিধান ১৯১৩- সার্টিফিকেট মামলা বলা হয়। সার্টিফিকেট মামলা বা সরকারী পাওনা আদায়ের নিমিত্ত বা স্বার্থে যে মামলা চালু করা হয় সেসকল মামলায় সার্টিফিকেট অফিসারকে সার্টিফিকেট স্বাক্ষর প্রদান করার পূর্বে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট দাবীটি সরকারী পাওনার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং উক্ত পাওনা পরিশোধ করার জন্যে দেনাদার জীবিত রয়েছেন এবং উক্ত পাওনা তামাদি আইন দ্বারা বাতিল হয়ে যায়নি। কারণ কোন মৃত ব্যক্তির নামে সার্টিফিকেট তৈরী করা হলে তা জারী করার জন্য যে সকল পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে তা বাতিল হয়ে যাবে। নির্ধারিত ফরমে সার্টিফিকেট প্রস্তুত করতে হবে। অন্যথায় তা সার্টিফিকেট হিসেবে গণ্য হবে না। সার্টিফিকেটে ভুল নাম লিপিবদ্ধ হলে তার সকল কার্যক্রম বাতিল বলে গণ্য হবে।

সেবা প্রাপ্তির শর্তাবলি:

০১. সরকারি পাওনা অনাদায়ী

০২. পাওনার স্বপক্ষে প্রমাণাদি

সরকারী দাবী আদায় আইন, ১৯১৩ এর ৪ ধারা মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (UNO)/সার্টিফিকেট অফিসার এ মামলা পরিচালনা করেন।

সার্টিফিকেট মামলার ধাপসমূহঃ

০১। ক্ষুদ্র ঋণ কিস্তি খেলাপি শুরু হলে প্রথমে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/ উপজেলা ব্যবস্থাপক কর্তৃক সদস্যকে সবুজ নোটিশ প্রদান;

০২। ক্ষুদ্র ঋণ মেয়াদাত্তীর্ণ হওয়ার পর পরই সদস্যকে সম্পূর্ণ পাওনা টাকা ৭দিনের মধ্যে পরিশোধের জন্য অফিস হতে ১ম নোটিশ জারী। নোটিশের জবাব না দিলে বা কিংবা পাওনা টাকা পরিশোধ না করলে সদস্যের নাম, ঠিকানা বর্তমান পাওনা মোবাইল নং তথ্যসহ তালিকা (UNO) অফিসে প্রেরণ এবং (UNO) অফিসের মাধ্যমে ৭দিন সময় উল্লেখপূর্বক লাল নোটিশ (চূড়ান্ত) জারী ও প্রাথমিক শুনানী;

০৩। লাল নোটিশের জবাব/শুনানীতে অনুপস্থিত হলে এবং মামলা অমিংমাসিত হলে (UNO) অফিসের নির্ধারিত ফরমে বাংলাদেশ ফরম নং ১০২৭(৪ ও ৬ ধারা পরিশিষ্ট-ক), বাংলাদেশ ফরম নং ১০২৮ (৫ নং ধারা পরিশিষ্ট-খ) ও (৭নং পরিশিষ্ট-গ) ও ১০ক (পরিশিষ্ট-ঘ) ধারা পূরণ করে মামলা রুজু/আবেদন করতে হবে। ঋণের আবেদনপত্র, ভোটার আইডিও পাশ বইয়ের ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে (সরকারি অফিসে ক্ষেত্রে কোর্ট ফি প্রয়োজন হবে না);

০৪। (UNO) অফিস কর্তৃক প্রথমে ১০(ক) ধারা ও পরবর্তীতে ৭ ধারা অনুযায়ী নোটিশ জারী করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাওনাদারকে (UNO) অফিস/কোর্টে উপস্থিত হতে বলা হয়। বিচারক/সার্টিফিকেট অফিসার পাওনাদার ও খাতকের বক্তব্য শোনেন। কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে আদেশ জারী করেন।

০৫। দেনাদার সার্টফিকেট কর্মকর্তার (UNO) আদেশের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপিল দায়ের করতে পারেন। আপত্তি বা আপিল দায়েরের ভিত্তি না থাকলে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেনাদার কর্তৃক দাবীকৃত টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে প্রথমে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা এবং পরবর্তীতে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নিলামে বিক্রি করে (UNO) দাবিকৃত টাকা আদায়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা।

০৬। সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করার পর থেকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে প্রতিনিয়ত সার্টিফিকেট কর্মকর্তার কোর্টে যোগাযোগ রাখতে হয়।নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সদস্যরা টাকা না দিলে মালামাল ক্রোক এর জন্য সংশ্লিষ্ট ধারায় সংশ্লিষ্ট কোর্টে কিংবা ডিক্রী জারী কোর্টে CV.PC 87 ও 89.A ধারায় দরখাস্ত করতে হবে।

০৭। ক্ষুদ্র ঋণ অফিসের নির্দেশনা অনুযায়ী সার্টিফিকেট মামলার হাজিরা/শুনানীতে দেনাদার সদস্যকে সাপ্তাহিক/মাসিক ভিত্তিতে উপস্থিত হতে হবে।

০৮। দায়েরকৃত কোন মামলা নিষ্পত্তি হলে তা সাথে আবেদন পত্রের মাধ্যমে ইউএনও অফিসার বরাবর জমা দিতে হবে।

সার্টিফিকেট মামলা সম্পর্কিত ধারাসমুহ:

৭ নং ধারা: সরকারী দাবী আদায় আইনের ৭ ধারায় বর্ণিত আছে যে, যেক্ষেত্রে একটা সার্টিফিকেট দায়ের করা হয় সেক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অফিসার সার্টিফিকেট দেনাদারের উপর আইনানুগ পদ্ধতি অনুযায়ী নির্ধারিত ফরম দ্বারা একটি নোটিশ জারী করবেন। সেক্ষেত্রে এই নোটিশ জারীর ৩০দিনের মধ্যে কোন আপত্তি উত্থাপিত না হলে উক্ত সার্টিফিকেট অফিসার এই আইনের ১৪ ধারামতে কার্যক্রম শুরু করবেন।

১০ক-ধারা যেক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অফিসারের দপ্তরেই সার্টিফিকেট দাখিল করা হয়েছে সেক্ষেত্রে ১৯৭৩ সালের বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা অর্ডারের ৪ অথবা ৬ ধারা অথবা ১৯৭৩ সালের বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক অর্ডার কিংবা ১৯৪০ সনের সমবায় সমিতি আইন অথবা ১৯৬৯ সনের শুল্ক আইনের আওতায় অথবা সমবায় কর্তৃক অগ্রীম প্রদত্ত কোন ঋণ আদায়ের জন্য বা ১নং তফসিলের ১৫ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত যেকোন অর্থ আদায়ের জন্য ৭ ধারার নোটিশে যে শর্তই থাকুক না কেন, সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট অফিসার সার্টিফিকেট দেনাদারের উপর ৭ ধারার নোটিশ জারীর পরিবর্তে প্রাপ্তি স্বীকারপত্রসহ রেজিষ্ট্রীকৃত ডাকযোগে (রেজিষ্টার্ড উইথ এডি) উক্ত দেনাদারের উপর একটি দাবী নোটিশ জারী করবেন এবং তাতে ঐ নোটিশ জারীর ৩০ দিনের মধ্যে তার দেয় যাবতীয় দেনা উক্ত সার্টিফিকেট অফিসারের কাছে জমা দিতে নির্দেশ প্রদান করবেন।

২. সার্টিফিকেট দেনাদারের উপর ১ উপধারা মোতাবেক উক্ত দাবীর নোটিশটি জারীর তারিখ এবং নোটিশ জারী পর হতে এই আইনের ৮ ধারার (ক) ও (খ) অনুচ্ছেদের শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।

৩ এই ধারায় ১ উপ-ধারায় নির্ধারিত কোন পাওনা বা ঋনের টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন সার্টিফিকেট এর ক্ষেত্রে ৯ বা ১০ ধারার শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে না এবং (১) উপধারার প্রয়োজন মোতাবেক ঋণের টাকা জমা দিতে সার্টিফিকেট দেনাদার ব্যর্থ হলে সেক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অফিসার উক্ত এ্যাক্টের শর্তানুযায়ী সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেটটি জারীকরণের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হবেন।

আলোচনা

স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য অর্থ আদায়ের পদ্ধতিঃ

স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাপ্য অর্থ আদায়ের পদ্ধতি কি হবে তা-ই এই ধারায় বর্ণিত হয়েছে। এই ধারার ভাষ্যমতে কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, গৃহ ঋণদানকারী সংস্থা ইত্যাদি অথবা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কোন ঋণের টাকা আদায়ের নিমিত্তে সার্টিফিকেট দাখিল করা হবে। নির্ধারিত পদ্ধতিতে ৭ ধারার নোটিশ জারীর পরিবর্তে সার্টিফিকেটের দাবী সম্বলিত একটি নোটিশ প্রাপ্তী স্বীকারপত্রসহ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে সার্টিফিকেট দেনাদারের কাছে প্রেরণ করতে হবে এবং এরূপ নোটিশে নির্দেশ দেয়া যাবে যে, নোটিশ প্রাপ্তীর তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে টাকা জমা প্রদান করত হবে।

১৪নং ধারা **সার্টিফিকেট কার্যকরী করার পদ্ধতিঃ**

আরোপিত শর্ত সীমা রেখা বা বিধি নিষেধ সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে কোন সার্টিফিকেট অফিসার একটি সার্টিফিকেট কার্যকরী করতে পারবেন; যেমন

ক) কোন সম্পত্তি বিক্রি বা ক্রোক দ্বারা বা পূর্বে ক্রোক না করে বিক্রি দ্বারা;

খ) ডিক্রী করে বা

গ) সার্টিফিকেট দেনাদারকে গ্রেফতার এবং তাকে দেওয়ানী আদালতে আটকের দ্বারা বা

ঘ) উপরে উল্লেখিত (ক), (খ), (গ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত যেকোন দুটি বা সব কয়টি পদ্ধতির দ্বারা

ঙ) (ঘ) অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যাঃ সার্টিফিকেট দেনাদারের শরীর ও সম্পত্তির বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট অফিসার একই সাথে সার্টিফিকেট কার্যকরী করতে এবং স্বীয় বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করতে পারবেন।

৩২নং ধারা **অসুস্থতার কারণে খালাসঃ**

১) সার্টিফিকেট দেনাদারকে গ্রেফতার করার জন্য গ্রেফতারী পরোয়ানা জারীকরার পর যেকোন সময়ে সার্টিফিকেট অফিসার উক্ত দেনাদারের গুরুতর অসুস্থতার কারণে গ্রেফতারী পরোয়ানা নাকচ করতে পারেন।

২) যেক্ষেত্রে দেনাদারকে গ্রেফতার করা হয়েছে সেক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অফিসার এর কাছে যদি প্রতীয়মান হয় যে, সার্টিফিকেট দেনাদার অসুস্থ এবং দেওয়ানী কারাগারে তাকে আটক রাখা ঠিক হবে না তবে তাকে মুক্তি দিতে পারবেন।

৩) যেক্ষেত্রে সার্টিফিকেট দেনাদারকে দেওয়ানী কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে সেক্ষেত্রেও তাকে মুক্তি দেয়া যেতে পারে;

ক) কোন ছোয়াচে বা সংক্রামক ব্যাধির কারণে কালেক্টর কর্তৃক; বা

খ) যেকোনরূপ মারাত্মক অসুস্থতায় ভুগতে থাকে তাহলে সার্টিফিকেট অফিসার বা কালেক্টরের আদেশ।

(৪) এই ধারায় মুক্তিলাভকারী সার্টিফিকেট দেনাদারকে পুনরায় গ্রেফতার করা যেতে পারে, কিন্তু দেওয়ানী কারাগারে তার অবস্থানের সময়সীমা ৩১ ধারার ১ উপধারার বর্ণিত অনুমোদিত সময়সীমার বেশি হতে পারবে না।

৩৩ নং ধারা **মহিলা এবং অসমর্থ ব্যক্তিগণকে গ্রেফতার ও কয়েদে আটক রাখা নিষিদ্ধঃ** এ আইনে যা কিছু বর্ণিত থাকুক না কেন নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদেরকে গ্রেফতার বা দেওয়ানী কয়েদে আটক রাখার আদেশ দেবার ক্ষমতা সার্টিফিকেট অফিসারের থাকবে না

ক) কোন মহিলা; অথবা

খ) কোন ব্যক্তি যিনি তার বিবেচনামত একজন নাবালক বা মানসিক বিকারগ্রস্থ ব্যক্তি।

আলোচনাঃ

কোন ব্যক্তিকে আটক রাখা যাবে নাঃ

এই ধারার ভাষ্যমতে মহিলা, নাবালক ও মানসিক বিকারগ্রস্থ বা অসমর্থ ব্যক্তিগণকে গ্রেফতার বা দেওয়ানী কারাগারে আটক রাখতে সার্টিফিকেট অফিসার নির্দেশ দিতে পারবেন না।

৩৪নং ধারা সার্টিফিকেট খারিজ বা সংশোধনের নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে মামলাঃ সার্টিফিকেট খারিজ বা সংশোধনের নিমিত্তে এবং প্রাপ্য অতিরিক্ত কোন আনুষাঙ্গিক প্রতিকার লাভের উদ্দেশ্য।

সার্টিফিকেট দেনাদারঃ

১) তার উপরে ৭ ধারার নোটিশ জারী হবার তারিখ হতে

ক) এই আইনের ৯ ধারামতে দায় অঙ্গীকারমূলক আবেদন দাখিল করলে উক্ত আবেদনের নিষ্পত্তির তারিখ হতে; অথবা

খ) ১০ ধারায় বর্ণিত আদেশের বিরুদ্ধে ৫১ ধারা অনুযায়ী আপিল দায়ের করলে উক্ত আপিলের রায় এর তারিখ হতে ৬মাস এর মধ্যে যেকোন সময় দেওয়ানী আদালতে মামলা করতে পারবেন তবে শর্ত হল, অনুরুপ কোন মামলাই আদালত গ্রহন করবে না যদি

ক) ৯ ধারা অনুযায়ী সার্টিফিকেট দেনাদার দায় অঙ্গীকারমূলক আবেদন না করে থাকেন, যে কারনের দ্বারা তিনি সার্টিফিকেট নাকচ বা সংশোধন করার দাবী উত্থাপন করেন তা তার আবেদন পত্রে উল্লেখ না করে থাকেন এবং অনুরুপ ত্রুটি বিচ্যুতির সঙ্গত কারণ ছিল বলে আদালতকে সন্তুষ্ট করতে না পারেন অথবা

খ) প্রথম তফসিলের ১ অনুচ্ছেদ বা ২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত কোন পাওনা আদায়ের সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট দেনাদার সার্টিফিকেটের অধীন পাওনা অর্থ-

অ) ৭ ধারায় প্রয়োজনীয় নোটিশ জারীর ত্রিশ দিনের মধ্যে; অথবা

আ) ৯ ধারা অনুযায়ী দায় অস্বীকারমূলক আবেদন করলে উক্ত আবেদন নিষ্পত্তি হওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যে; অথবা

ই) এই আইনের ৫১ ধারার বিধানমতে আপিল করলে আপিলের রায় এর তালিখ হতে ত্রিশ দিনের মধ্যে।

সেবা প্রদান পদ্ধতি (সংক্ষেপে)ঃ

সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের আদায়যোগ্য পাওনা যা তামাদি হয়নি মর্মে সন্তুষ্ট হলে পিডিআর অ্যাক্ট, ১৯১৩ এর ৪ ধারা মোতাবেক কার্যক্রম শুরু করা হয়। দেনাদারের নিকট দাবিদারের পাওনা জানিয়ে ৭ ধারা অনুযায়ী নোটিশ জারি করা হয়। দেনাদার দাবিকৃত পাওনা পরিশোধ করেন অথবা সম্পূর্ণ/আংশিক দাবি অস্বীকার

করে আপত্তি দাখিল করতে পারেন। শুনানি অন্তে আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়। সার্টিফিকেট কর্মকর্তার আদেশ গ্রহণ না করে দেনাদার সার্টিফিকেট কর্মকর্তার আদেশের ত্রিশ দিনের মধ্যে আপিল দায়ের করতে পারেন। আপত্তি বা আপিল দায়েরের ভিত্তি না থাকলে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেনাদার কর্তৃক দাবিকৃত টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে প্রথমে গ্রেফতারি পরোয়ানা এবং পরবর্তীতে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নিলামে বিক্রি করে দাবিকৃত টাকা আদায়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

সেবার নাম: সার্টিফিকেট মামলাসংক্রান্ত

ধাপ সংখ্যা: ১০-১১টি
সম্পৃক্ত জনবল: ৩ জন
সময়: ৬ মাস

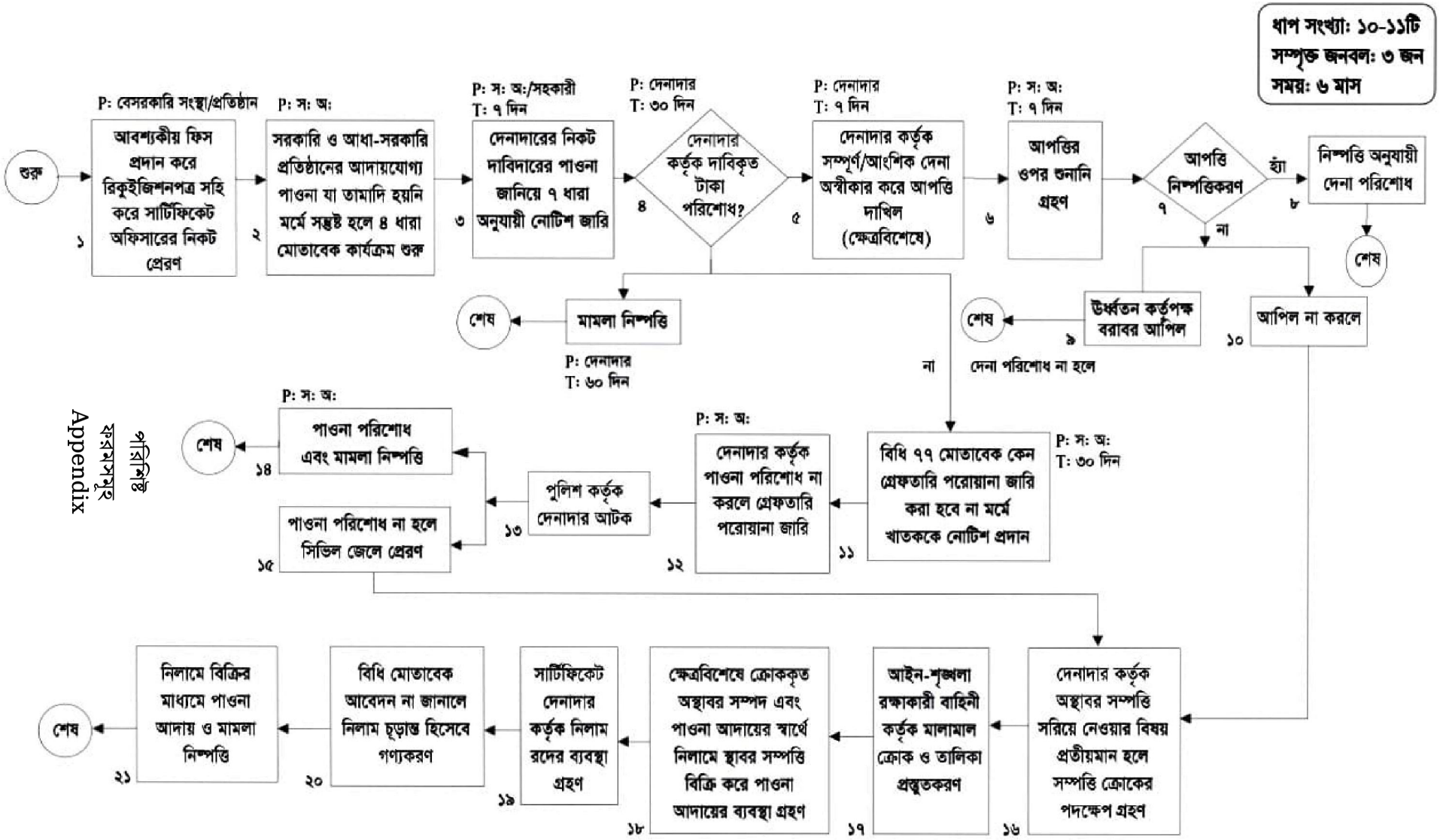

পরিশিষ্ট ফরমসমূহ
Appendix

Form

ফরম-বাংলাদেশ ফরম নং ১-১০২৭

সরকারী দাবীর সার্টিফিকেট

[৬এবং ৪ধারা]

জেলা সার্টিফিকেট অফিসারের কার্যালয়ে দাখিলকৃত (জেলার নাম)

সার্টিফিকেট নম্বর	সার্টিফিকেট দাবিদারের নাম ও ঠিকানা	সার্টিফিকেট দেনাদারের নাম ও ঠিকানা	সরকারী দাবীর পরিমাণ (সুদ এবং ৫(২) ধারা অনুসারে প্রদত্ত ফি-সমেত) যার জন্য সার্টিফিকেট স্বাক্ষর করা হয়েছে এবং যে সময়ের জন্য দাবী প্রাপ্য	যে সময়ের জন্য সার্টিফিকেট স্বাক্ষর করা হয় সে সময়ে সরকারী দাবীর আরো বিবরণ
১	২	৩	৪	৫

(৫ ধারায় অধিযাচনের প্রেক্ষিতে যদি সার্টিফিকেট স্বাক্ষরকৃত হয়)

এমর্মে আরো প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, উপরোক্ত .....টাকা যথাযথভাবে আদায়যোগ্য এবং আইন অনুসারে উক্ত আদায় তামাদি হয়নি।

তারিখঃ

সার্টিফিকেট অফিসার

ফরম-৩

বাংলাদেশ ফরম নং-১০২৯
সার্টিফিকেট দেনাদারকে নোটিশ
[ধারা ৭]

প্রাপকঃ

.....
.....
(সার্টিফিকেট দেনাদারের নাম ও ঠিকানা)

এতদ্বারা আপনাকে জ্ঞাত করা হচ্ছে যে, আপনার কাছে.....বাবদ প্রাপ্য .....টাকার জন্য সরকার দাবী আদায় আইন,১৯১৩-এর .....ধারা অনুসারে আপনার বিরুদ্ধে আমার কার্যালয়ে সার্টিফিকেট মামলা রুজু করা হয়েছে। অত্র নোটিশ জারী করার ৩০ দিনের মধ্যে আপনি .....টাকা সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে দায়দেনার প্রেক্ষিতে পরিশোধ করতে অস্বীকৃতিমূলক আবেদনপত্র দাখিল করতে পারেন। উক্ত ৩০ দিনের মধ্যে আপন দায়দেনা অস্বীকৃতিপূর্বক আবেদনপত্র দায়ের না করলে অথবা পর্যাপ্ত কারণ দর্শাতে ব্যর্থ হলে অথবা কেন অনুরূপ সার্টিফিকেট মামলা কার্যকরী করা হবে না, সে বিষয়ে যথেষ্ট কারণ না দর্শান, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি টাকা .....(টাকা.....বকেয়া দাবী এবং টাকা .....আদায় খরচ বাবদ) আমার অফিসে পরিশোধ না করলে উক্ত সার্টিফিকেট মামলা অত্র আইনের বিধান অনুসারে কার্যকরী করা হবে। উক্ত টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত আপনাকে এ মর্মেও নিষেধ করা যাচ্ছে যে, আপনার স্থাবর সম্পত্তি অথববা এর অংশবিমেস বিক্রি, দান, বন্ধক অথবা অণ্যভাবে হস্তান্তর করতে পারবেন না। ইতিমধ্যে আপনার অস্থাবর সম্পত্তির অংশ বিশেষ গোপন, অপসারণ অথবা হস্তান্তর করা হয়ে থাকলে, সার্টিফিকেট দ্রুত কার্যকরী করা হবে।

উপরে বর্ণিত সার্টিফিকেটের একটি অনুলিপি এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

সার্টিফিকেট নম্বর এবং বছর উল্লেখপূর্বক আপনি উক্ত টাকা মানি অর্ডারযোগে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

তারিখঃ

সার্টিফিকেট অফিসার

ফরম-৩১

সার্টিফিকেট দেনাদারের প্রতি দাবীর নোটিশ

[ধারা-১০ক]

প্রাপকঃ

.....

.....

আপনাকে এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাচ্ছে যে, আপনার কাছে.....বাবদ সরকারী দাবী আদায় আইন, ১৯১৩ এর .....ধারা অনুসারে অদ্য আমার কার্যালয়ে গেঁথে রাখা হযেছে। অত্র নোটিশ জারী হওয়ার সময় হতে ৩০ দিনের মধ্যে আপনি সম্পূর্ণ.....টাকা এবং আদায় খরচ বাবদ .....টাকা আমার কার্যালয়ে জমা দিবেন। অত্র নোটিশ জারী হওয়ার পর থেকে উক্ত দাবীর টাকা সম্পূর্ণরূপে প্রদত্ত না হাওয়া পর্যন্ত দান, বিক্রয় বা বন্ধক দ্বারা বা প্রকারান্তরে আপনার স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি হস্থান্তর করতে নিষেধ করা যাচ্ছে। অত্র আদেশ অমান্য করলে আইন অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহীত হবে।

আপনি সার্টিফিকেটের যে নম্বর ও তা যে বৎসরের তা উল্লেখ করে মানি অর্ডারের মাধ্যমে উক্ত টাকা পাঠিয়ে দিতে পারেন।

তারিখঃ

সার্টিফিকেট অফিসার

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
উপজেলা ব্যবস্থাপকের কার্যালয়
....

স্মারক নং- তারিখঃ

সার্টিফিকেট অফিসার
ও
উপজেলো নির্বাহী কর্মকর্তা
....

বিষয়ঃ ঋণ খেলাপি খাতকের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট মামলা দাখিল প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,
আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন.....এর খেলাপি ঋণ গ্রহীতা জনাব.....স্বামীঃ/পিতাঃ.....সাং..... ডাকঘরঃ.....ইউনিয়ন.....উপজেলা.....জেলাঃ..... .....এর নিকট হতে অত্র প্রতিষ্ঠানের বকেয়া প্রাপ্য .....(.....) টাকা আদায়ের জন্য আপনার বরাবর একটি সার্টিফিকেট মামলা দাখিল করিলাম। উল্লেখ্য যে, ১৫ জুলাই,২০০১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট এর অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত সমবায় সমিতি অথাৎ-২০০১ এর ৩২(১) ধারার বিধান মোতাবকে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠান কে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে কোর্ট ফি প্রদান হতে অব্যাহিত দেয়া হয়েছে।

বর্ণিতাবস্থায়, দাখিলকৃত মামলাটি গ্রহণ করে সরকারি পাওনা আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরাধ করা হলো।

বিনীত

আপনার বিশ্বস্ত

ফৌজদারী মামলা

ফৌজদারী আইনঃ

একটি সমাজের প্রচলিত আইন ভঙ্গ করে কোন অপরাধ করলে তাকে বিচারের আওতায় আনার জন্য যে আইন অনুসরন করা হয় তাকে ফৌজদারী আইন বলে। ফৌজদারী অপরাধের মধ্যে পড়ে চুরি, ডাকাতি, খুন রাহাজানি, ধর্ষন ও হত্যা ইত্যাদি।

কোন সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী অর্থ আত্মসাৎ করলে এবং তদন্তের মাধ্যমে তা প্রমাণিত হলে তিনি যে অর্থ আত্মসাৎ করেছেন তা আদায়ের জন্য কর্তৃপক্ষ আইনি পদক্ষেপ হিসেবে নিম্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেঃ

১. G.R মামলা (General Register) থানায় করতে হবে।

২. C.R মামলা (Complain Register) কোর্টে করতে হবে।

ফৌজদারী কার্যবিধির আলোকে "প্রতিষ্ঠানের অর্থ আত্মসাৎ" সম্পর্কে আলোচনাঃ

ফৌজদারী কার্যবিধি মতে কোন প্রতিষ্ঠানের অর্থ আত্মসাতের বিচার সংশ্লিষ্ট ধারাগুলি যেমন, দঃবিঃ ৪০৮,দঃবিঃ ৪০৯ ও দঃবিঃ ৪২০ ধারা।

এছাড়া প্রতিষ্ঠানের অর্থ আত্মসাতের ক্ষেত্রে দন্ডবিধির অপর ধারা ৪০৬ ও প্রয়োগ করা করা যেতে পারে। দঃবিঃ ৪০৬ ধারা অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ যা সরকারী অর্থ আত্মসাতের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। দন্ডবিধিঃ৪০৬ ধারার সহিত অপর ধারার সংযোগ হতে পারে। তবে ব্যক্তি বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই দঃবিঃ ৪০৬ ধারা বিশেষভাবে প্রয়োগ হয়। যেমনঃ এনজিও প্রতিষ্ঠান সহ ব্যাংক কিংবা সকল প্রকার আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অর্থ আত্মসাতের ক্ষেত্রে এইরুপ বিশ্বাসভঙ্গজনক কাজে দঃবিঃ ৪০৬ ধারার সহিত দঃবিঃ ৪২০ ধারার অর্থাৎ প্রতারনার ধারা সংযুক্ত হয়। বিধি দুইটি আমলযোগ্য অপরাধ অর্থাৎ Cognizable Offence যা কোর্টে কিংবা থানায় অভিযোগ দায়ের করা যেতে পারে।

দঃবিঃ ৪০৬ ধারা জামিনযোগ্য নয়।

দঃবিঃ ৪০৬ ধারাটি প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেনীর ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য।

দন্ডঃ তিন বছর পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে বা অর্থদন্ডে বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হবে বা হতে পারে। অপরদিকে, দঃবিঃ ৪২০ ধারা জামিনযোগ্য। দঃবিঃ ৪২০ ধারা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেনীর বিচারকের আদালতে বিচারযোগ্য।

দন্ডঃ সাত বছর পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড হইতে পারে।

৪০৮ ধারায় কেরানী বা ভৃত্য কর্তৃক অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ বিষয়ে বলা হয়েছে।

CDR যা প্রথম শ্রেনী বা দ্বিতীয় শ্রেনীর ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য।

দন্ডঃ সাত বছর পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড এছাড়াও অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে বা হইতে পারে।

আবার সরকারী কর্মচারী, ব্যাংকের ব্যাবসায়ী এজেন্ট বা প্রতিনিধি কর্তৃক অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ বিষয়ে দন্ডবিধির ৪০৯ধারায় বলা হয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি তার সরকারী কর্মচারীজনিত ক্ষমতায় বা একজন ব্যাংকার, ব্যাবসায়ী, এজেন্ট হিসেবে তার ব্যবসায় ব্যাপদেশে যে কোন প্রকারের সম্পত্তি বা সম্পত্তির উপর আধিপত্যের ভারপ্রাপ্ত হয়ে উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ করে তাহলে সে ব্যক্তি নিম্নে বর্ণিত দন্ডে দন্ডিত হবে। এটি জামিনযোগ্য নয় এবং ধর্তব্য অপরাধ।

দন্ডঃ যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা দশ বছর পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে বা হতে পারে।

ধারা ৪০৬/৪০৮/৪০৯/৪২০ দ: বি: G.R মামলার ক্ষেত্রে অপরাধটি যে থানার মধ্যে সংঘটিত হবে উক্ত থানায় লিখিত অভিযোগ করতে হবে। থানা উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে FIR গ্রহণ করে একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করে (IO) থানা তদন্তের মাধ্যমে কোর্টে রির্পোট দিবে। তদন্তে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। অভিযোগ সত্য বলে প্রতীয়মান হলে তদন্তকারী কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আদালতে চার্জসীট দাখিল করবে। তারপর মামলাটি ধারা অনুযায়ী বিচারিক আদালতে বদলি হবে এবং বদলি হবার পর মামলার বিচার কার্যক্রম শুরু হবে। প্রথম ধাপ হিসেবে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য দিন নির্ধারিত থাকবে। যথাসময়ে সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হলে সাক্ষ্য গ্রহণের উপর যুক্তিতর্ক উপস্থাপিত হবে। তারপর মামলার রায়ের জন্য দিন নির্ধারিত হবে। এভাবে G.R মামলায় বিচারিক, কার্যক্রম শেষ হয়। (থানা যখন মামলা গ্রহণ করে তখন বাদী রাষ্ট্র নিজেই হয়। তবে অভিযোগ দাখিলকারি নিজ খরচে আইনজীবী নিয়োগ করতে পারে।

C.R মামলার ক্ষেত্রে একজন আইনজীবীর মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধের বিবরণ তথ্য উপাত্তসহ অপরাধটি যে এলাকায় সংঘটিত হয়েছে উক্ত এলাকার আমলী আদালত মামলাটি ফাইল করতে হবে।

মামলাটি ফাইলিং করার সময় ম্যাজিস্ট্রিট আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে মামলার ধারা অনুযায়ী আসামির বিরুদ্ধে Warrant অথবা সমন জারি করবে এবং আসামির হাজির হবার জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করা হবে। উক্ত তারিখে আসামি হাজির হলে মামলাটি ২য় ধাপ Ready for Trail অর্থাৎ বিচারের জন্য প্রস্তুত হবে এবং ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত কোর্ট অর্থাৎ উক্ত ধারা বিচার করার ক্ষমতা প্রদান করা আছে যে আদালতে মামলাটি বিচারের জন্য উক্ত আদালতে বদলি হবে। বদলিকৃত আদালতে সাক্ষ্য উপস্থাপনের জন্য তারিখ নির্ধারীত হবে বাদীপক্ষ নির্ধারীত তারিখে যদি সাক্ষ্য হাজির করতে পারে তাহলে মামলা অতিদ্রুত নিষ্পক্তি হয়। সাক্ষ্য গ্রহণের পর মামলা যুক্তিতর্ক ও রায়ের জন্য নির্ধারীত তারিখ থাকে।

ফৌজদারী অপরাধে অভিযুক্ত কর্মচারীর ক্ষেত্রে ব্যবস্থাদিঃ

৪১। (১) কোনো সরকারি কর্মচারীর দায়িত্ব পালনের সহিত সম্পর্কিত অভিযোগে দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলায় আদালত কর্তৃক অভিযোগপত্র গৃহীত হইবার পূর্বে, তাহাকে গ্রেফতার করিতে হইলে, সরকার বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) কোনো সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো আদালতে ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোনো আইনি কার্যধারা বিচারাধীন থাকিলে, বিচারাধীন কোনো এক বা একাধিক অভিযোগের বিষয়ে তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা রুজু বা নিষ্পত্তির ব্যাপারে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকিবে না।

(৩) যদি বিচারকারী আদালতের গোচরীভূত হয় যে, তাহার আদালতে বিচারাধীন কোনো ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি একজন সরকারি কর্মচারী, তাহা হইলে আদালত অনতিবিলম্বে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী বা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে।

ফৌজদারী মামলায় দণ্ডিত কর্মচারীর ক্ষেত্রে ব্যবস্থাঃ

৪২। বাংলাদেশের প্রচলিত চাকুরির বিধিমালা অনুসারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যথা:

(ক) তিরস্কার;

(খ) নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধি স্থগিতকরণ;

(গ) নিম্ন পদ বা নিম্নতর বেতন স্কেলে অবনমিতকরণ; অথবা

ঘ) আইন বা সরকারি আদেশ অমান্যকরণ অথবা কর্তব্যে ইচ্ছাকৃত অবহেলার কারণে সরকারি অর্থ বা সম্পত্তির ক্ষতি সংঘটিত হইলে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ আদায়।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন দন্ড আরোপের জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো বিভাগীয় কার্যধারা রুজু করিবার বা কারণ দর্শাইবার প্রয়োজন হইবে না এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত আদেশ আপিলযোগ্য হইবে না।

(৫) ফৌজদারী মামলায় আদালত কর্তৃক আরোপিত দন্ডাদেশ